JAN 2 = 2001

পৃষ্ঠা কলাম ৪

খু. বিতে উপাচার্যসহ শিক্ষক লাঞ্ছনা ও ভাঙচুরের জের

১ ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ৪ ছাত্রী হল থেকে বহিষ্কার, ২২ ছাত্রীর ভর্তি স্থগিত

খুলনা প্রতিনিধি : তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার আগেই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক লাঞ্ছিত করা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় একজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার এবং চারজন ছাত্রীকে আবাসিক হল থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছে, অপর দিকে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ২২ জন ছাত্রীর ভর্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হচ্ছে। তদন্ত কমিটি আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে বলে জানিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপরোক্ত তথ্য জানান।

উপাচার্য বলেন, যেসব ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা সাময়িক। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর প্রয়োজনে পুনর্মল্যায়ন করা হবে। এ ঘটনার সঙ্গে কোনো শিক্ষকের সম্পৃক্তি পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হবে না। গত ২১ জানুয়ারির ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় থানায় কোনো মামলা দায়ের করেনি।

উপাচার্য জানান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ জন ছাত্রীসহ ২ হাজার ছাত্র রয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ১ হাজার ছাত্রছাত্রী আবাসিক সুবিধা পেয়ে থাকে। এখানে প্রতি ১০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক, বাইরে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি বাস রয়েছে। যা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এখান থেকে পাস করে যাওয়া শিক্ষার্থীদের চাকরি, বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে হয়।

এবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তনের আগেও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে ছিল। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উপাচার্য বলেন, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণার পর থেকে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। যতো বাধা আসুক, সমাবর্তন অনুষ্ঠান যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত হলেও এর উন্নয়ন কাজের জন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এক বরাদ্দের টাকা অন্য খাতে খরচ করা যায় না। ছাত্রী হলের জন্য এবার কোনো বরাদ্দ নেই। তবে পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছাত্রী হল ৪ তলা করার পরিকল্পনা রয়েছে। উপাচার্য বলেন, ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অনিয়ম হলেও আমি যোগদানের পর গত সাড়ে ৩ বছরে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে– কোনো আর্থিক অনিয়ম হতে দেইনি।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক আঃ রাজ্জাক, রেজিস্ট্রার আব্দুল্লাহ-হেল-বাকী তদন্ত কমিটির প্রধান প্রফেসর ড. মোহম্মদ আব্দুর রহমান, ডীন ড. আহম্মদ হোসেন মৃধা, মহিলা হলের প্রভোস্ট আঃ মতিন, ছাত্রবিষয়ক পরিচালক সাইফুল ইসলামসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ।

উল্লেখ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থার দাবিতে গত ২১ জানুয়ারি এক অপ্রীতিকর ঘটনায় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের হাতে উপাচার্যসহ ৩০ জন্য শিক্ষক-কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হন এবং প্রশাসনিক ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ঐদিন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।